দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 07 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

5

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ২১শে পৌষ, ১৩৯৫ : ৫ই জানুয়ারী, ১৯৮৯

শ্রমজীবী শিশুদের শিক্ষা

শিশুশ্রম দেশের প্রচলিত আইনে নিষিদ্ধ। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ভিন্ন। দেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা সীমাহীন। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এইসব দুর্ভাগা কবলিত শিশুদের শ্রম থেকে ফিরিয়ে আনাও অসম্ভব। কেননা দেশে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর অর্থ হবে তাদের টিকে থাকার সুযোগ কেড়ে নেয়া। এই সব শ্রমজীবী শিশু দীর্ঘদিন নির্মম পরিশ্রমের জীবন বেছে নিয়ে কেবল যে নিজেদেরই বাঁচিয়ে রাখছে তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই ওরা একেকটি পরিবারের টিকে থাকাকেও সম্ভব করে তুলছে।

শ্রমজীবী শিশুর অস্তিত্ব তাই বেদনাদায়ক হলেও এ সমাজের এক বাস্তব সত্য। একটু পেছনে ফিরে তাকালেই দেখা যাবে আমরা শিশুশ্রম বিরোধী আইন সামনে এনে সমস্যাটিকে আড়াল করে ছিলাম। এতে আত্মতুষ্টির অবকাশ মিললেও সমস্যার সুরাহা হয় না।

শিশুশ্রম নিবারণের একমাত্র উপায় আর্থসামাজিক অবস্থার এমন উন্নয়ন যাতে প্রতিটি শিশুকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। এমন অবস্থায় রাতারাতি পৌঁছে যাওয়া অকল্পনীয়। ফলে বাস্তব অবস্থানকে মনে নিয়ে প্রতিটি শিশুকে সাধ্যমত শিক্ষার সুযোগ দিয়ে তার জীবনের বিকাশ সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখার বিকল্প পথ অনুসরণ অপরিহার্য। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এ দেশে প্রথম বারের মত এই বিকল্প বা একমাত্র বাস্তবসম্মত পথ অবলম্বন করলেন। পথকলি বিদ্যালয়ের উদ্বোধনের মাধ্যমে এই প্রশংসনীয় কর্মসূচীর বিস্তার ঘটলো। আমরা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

শ্রমজীবনের অবকাশে প্রতিটি বঞ্চিত শিশু শিক্ষার সুযোগ পাবে, পাবে উন্নততর জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার অবকাশ। এ সুযোগ কেবল সংশ্লিষ্ট শিশুর জীবনের পূর্ণতার পথই রচনা করবে না, বরং গোটা সমাজের অগ্রযাত্রার পথও সুগম করে তুলবে। এ উদ্যোগ শিক্ষাকে সার্বজনীন করে তোলার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমেরও পরিপূরক।

শহরের ব্যস্ত এলাকায়, যেখানে বিপুল সংখ্যক শিশু শ্রমে নিয়োজিত, বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপনের এ উদ্যোগের পাশাপাশি আরও কিছু বিকল্পের কথা ভাবা যেতে পারে বলে আমরা মনে করি। আলাদা বিদ্যালয় স্থাপন ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। আমাদের সম্পদ ও সামর্থ্য সর্বত্র আলাদা বিদ্যালয় স্থাপনের ভার বহনে কতটা সক্ষম তা ভাবতে হবে। সময়ও বিবেচ্য। ফলে যেখানে এখনই নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হবে না, সেখানে নিকটবর্তী বিদ্যালয় ভবনের সাহায্য নিলে স্বল্পতর ব্যয়ে উদ্যোগটির ব্যাপকতর বিস্তার সম্ভব হতে পারে।